উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত

চতুর্দ্দশ সংস্করণ

মাঘ, ১৩৪৪

উদ্বোধন-কার্য্যালয়; বাগবাজার

কলিকাতা

 [মূল্য ।৶০ আনা

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন-কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
২৫৯ নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার
কলিকাতা

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

আত্মজ্ঞান

১। মানুষ আপনাকে চিন্‌তে পার্‌লে ভগবান্‌কে চিন্‌তে পারে। "আমি কে" ভালরূপ বিচার কর্‌লে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিষ নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে! শেষে যা

থাকে, তাই আত্মা—চৈতন্য। "আমার" "আমিত্ব" দূর হলে ভগবান্ দেখা দেন।

২। দুই রকম আমি আছে একটা পাকা আমি আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি ; আর পাকা আমি হচ্চে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞানস্বরূপ।

৩। একব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন, "আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।" তিনি বল্লেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা," এইটি ধারণা কর—বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

৪। শরীর থাক্‌তে "আমার" "আমিত্ব" একেবারে যায় না, একটু না একটু থাকেই ; যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায়,

কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য আমিত্ব মুক্ত পুরুষকে আবদ্ধ কর্ত্তে পারে না।

৫। নেংটা তোতাপুরীকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমার যে অবস্থা তাতে রোজ ধ্যান কর্‌বার আবশ্যক কি?" তোতাপুরী উত্তরে বলেছিলেন, "ঘটী যদি রোজ রোজ না মাজা যায়, তা হলে কলঙ্ক পড়ে। নিত্য ধ্যান না কর্‌লে চিত্ত অশুদ্ধ হয়।" পরমহংসদেব উত্তরে বল্লেন, "যদি সোনার ঘটী হয়, তা হলে পড়ে না।" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ হ'লে আর সাধনের দরকার নেই।

৬। বিচার দুই প্রকার জান্‌বে—অনুলোম ও বিলোম। যেমন খোলেরই মাঝ ও মাঝেরই খোল।

৭। আমি বোধ থাক্‌লে তুমি বোধও থাকবে। যেমন যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞানও আছে ; যার পাপ জ্ঞান আছে, তার পুণ্য জ্ঞানও আছে ; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

৮। যেমন পায়ে জুতা পরা থাক্‌লে লোকে স্বচ্ছন্দে কাঁটার ওপর দিয়ে চলে যায়, তেম্‌নি তত্ত্বজ্ঞানরূপ আবরণ পোরে মন এই কণ্টকময় সংসারে বিচরণ কর্‌তে পারে।

৯। একজন সাধু সর্ব্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাক্‌তেন, কারও সহিত বাক্যালাপ কর্‌তেন না. লোকেরা তাঁকে পাগল বলে জান্‌ত। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে, একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন ও

কুকুরকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। তাই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে উপহাস কর্‌তে লাগল। এই দেখে সেই সাধু লোক-দিগকে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমরা হাস্‌ছ কেন?

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

১০। যতক্ষণ সেথা সেথা (অর্থাৎ বাহিরে), ততক্ষণ অজ্ঞান; যখন হেথা হেথা (অন্তরের দিকে), তখন জ্ঞান। যার হেথায় আছে (অর্থাৎ অন্তরে ভাব আছে), তার সেথায়ও আছে (অর্থাৎ ভগবৎপদে স্থান আছে)।

ঈশ্বর

১। ভগবান্ সকলকার ভেতর কিরূপে বিরাজ করেন জান ? যেমন চিকের ভেতর বড়-লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখ্তে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখ্তে পায় না; ভগবান্ ঠিক সেইরূপে বিরাজ কর্ছেন।

২। প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়; কেউ বা তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ জাল কর্ছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ কর্ছে, সে কি আলোর দোষ ? অর্থাৎ কেউ ভগবানের নামে মুক্তিচেষ্টা কর্ছে, কেউ চুরি কর্তে চেষ্টা কর্ছে, সে কি ভগবানের দোষ ?

৩। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ;

ভগবান্ কল্পতরু ; তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, "আমি বেশ আছি।" ভগবানও তখন বলেন, "তুমি বেশ থাক।" তারপর যখন সে পেন্সন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে বুঝিতে পারে, এ জীবনে কল্লুম কি ? ভগবান্ও তখন বল্‌বেন, "তাই ত, তুমি কল্লে কি ?"

৪। ব্রহ্ম ও শক্তিতে অভেদ ; ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে ; আর যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করেন, তখন তাঁর শক্তির কাজ বলে।

৫। একদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে মথুরবাবু

ঠাকুরকে বল্‌ছিলেন, “ভগবানকেও জগতের নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়। তিনি ইচ্ছা কর্‌লেই সব কর্‌তে পারেন না।” ঠাকুর বল্লেন “তা কেন হবে গো? তিনি ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছা কর্‌লেই সব কর্‌তে পারেন।” মথুরবাবু বল্লেন, “তিনি ইচ্ছা কর্‌লে এই লাল জবাফুলের গাছে কি সাদা জবা কর্‌তে পারেন?” ঠাকুর বল্লেন, “তা পারেন বৈ কি? তাঁর ইচ্ছা হলে এই লাল জবার গাছেই সাদা ফুল ফুট্‌তে পারে।” কিন্তু মথুরবাবু সে কথায় ততটা যেন বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে পারেন নি। বাস্তবিকই কয়েকদিন পরে দেখা গেল, দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটা জবাফুলের গাছে এক ডালে সাদা ও অপর ডালে লাল জবা ফুটে আছে। ঠাকুর ডালের গোড়া

শুদ্ধ ফুল তুটো এনে মথুরবাবুকে দেখালেন। মথুরবাবু মহা আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লেন, "বাবা, আর তোমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ব না।"

৬। সাকার এবং নিরাকার কিরূপ, জান? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে, তখনই সাকার; আর যখন গলে জল হয় তখনই নিরাকার।

৭। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ কর্‌বার সময় শরশয্যায় শয়ন করেছিলেন, তাঁর চক্ষু হতে জল পড়েছিল। অর্জ্জুন তা দেখে শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, "ভাই, কি আশ্চর্য্য! পিতামহ, যিনি সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী ও অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদ্‌ছেন।" শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে একথা বলাতে তিনি বল্লেন,

"কৃষ্ণ, তুমি বেশ জান, আমি সে জন্য কাঁদ্‌ছি না; এই জন্য কাঁদছি যে, ভগবানের লীলা কিছুই বুঝতে পারি না। যে মধুসূদন নাম জপ করে লোকে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়, সেই মধুসূদন স্বয়ং পাণ্ডবদের সারথি সখারূপে রয়েছেন, তবুও পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নেই।"

৮। মথুর বাবুর সহিত ৺কাশীধাম দর্শন-কালে পরমহংসদেব একদিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন কর্‌তে যান। ঠাকুর স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর ত এক, তবে লোকে বহু বলে কেন?" ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনাবলম্বী ছিলেন, তিনি একটি অঙ্গুলি উপরে তুলে একটু ধ্যানস্থ ভাবের মত হয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁকে ধ্যান করে দেখলে বুঝতে পারা যায়

যে, তিনি একই—আর বিচার কর্‌তে গেলেই বহু বুদ্ধি এসে পড়ে।

৯। যিনিই হয়েছেন সাকার, তিনিই নিরাকার। ভক্তের কাছে তিনি সাকাররূপে আবির্ভাব হয়ে দর্শন দেন। যেমন মহা-সমুদ্র, কেবল অনন্ত জলরাশি কূল কিনারা কিছুই নেই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফ হয়েছে দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তিহিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার সূর্য্য উঠলে যেমন বরফ গলে যায় ও পূর্ব্বের ন্যায় যেমন জল তেমনি হয়ে থাকে, তেম্‌নি জ্ঞানসূর্য্য উদয় হলে সেই সাকাররূপ বরফ গলে জল হয়ে যায় ও সব নিরাকার হয়।

মায়া

১। মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঢেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি পুরে এল। তেম্‌নি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নেই। একটু পরেই বিষয়বাসনা আবরণ করে।

২। সাপের মুখে বিষ আছে; সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায়, তখন বিষ লাগে। তেম্‌নি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে না; অন্যকে সে মায়ায় মুগ্ধ করে।

৩। মায়া কাকে বলে জান? বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, ভাগ্‌নে, ভাইপো, ভাইঝি এই সব আত্মীয়দের প্রতি যে টান ও ভালবাসা। আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে আমার হরি আছেন, এই জেনে সকলকে সমান ভালবাসা।

৪। যাকে ভূতে পায় সে যদি জান্‌তে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক জান্‌তে পারে যে, তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

৫। জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া আবরণ আছে। এই মায়া আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। যেমন

অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে লক্ষ্মণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা ও লক্ষ্মণ জীবাত্মাস্বরূপ। মধ্যে জানকী মায়া আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান না। জানকী একটু সরে পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান।

৬। মায়া তুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা মায়া তুই প্রকার—বিবেক এবং বৈরাগ্য। এই বিদ্যা মায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আর অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। অবিদ্যা মায়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করে

রাখে। কিন্তু বিদ্যা মায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।

৭। যেমন যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না; তেমনি মায়া অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার ঠিক ঠিক হয় না।

৮। যেমন সূর্য্য পৃথিবীকে আলো করে রেখেছেন, কিন্তু সামান্য একখণ্ড মেঘ সম্মুখে এসে যদি আবরণ করে ফেলে, তা হলে আর সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হন না। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়া আবরণবশতঃ দেখতে পাচ্ছি না।

৯। পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে দাও, আবার তখন এসে জোটে ; সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে জোটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশ ঠেলে আস্‌তে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পার্‌লে আর মায়া তার ভেতর আস্‌তে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবল মাত্র প্রকাশ থাকেন।

১০। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীর নহবত-খানার ওপর একটি সাধু এসে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সাধু সেই ঘরে কারও সহিত বাক্যালাপ ইত্যাদি কিছু না করে সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা কর্‌তেন। একদিন

হঠাৎ মেঘ উঠে চারদিক্ অন্ধকার করে ফেল্‌লে। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝড়ের মত খুব বাতাস এসে মেঘগুলিকে আবার সরিয়ে দিলে। সাধু তাই দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, উক্ত নহবতখানার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুব হাসি ও নৃত্য করতে লাগ্‌লেন। তাই দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি ত ঘরের মধ্যে চুপ চাপ করে বসে থাক,—আজ এত আনন্দ নৃত্যাদি কর্‌ছ কেন?" সাধু বল্‌লেন, "সংসারকা মায়া এয়সা হী হ্যায়।" প্রথমে পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ মেঘ এসে অন্ধকার করে ফেল্‌লে, আবার কিছুক্ষণ পরেই যা ছিল, তাই রইল।

অবতার

১। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার ওপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবে না। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বস্‌লে অম্‌নি ডুবে যায়? তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোক তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে স্বষ্টে যায় মাত্র।

২। রেলের ইঞ্জিন্ আপনি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোকদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

জীবের অবস্থাভেদ

১। মানুষ—যেমন বালিসের খোল; বালিসের ওপর দেখ্‌তে কোনটা লাল, কোনটা কাল; কিন্তু সকলের ভেতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখ্‌তে কেউ সুন্দর, কেউ কাল; কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভেতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ করছেন।

২। সংসারে দু রকম স্বভাবের লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়—কতকগুলো কুলোর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, আর কতকগুলো চালুনীর ন্যায়। কুলো যেমন ভূষি প্রভৃতি অসার বস্তু সব পরিত্যাগ করে সার বস্তু যে শস্য, সেইগুলি আপনার ভেতর রাখে, সেই রকম

কতকগুলি লোক সংসারে অসার বস্তু (কামকাঞ্চনাদি) পরিত্যাগ করে, সার বস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে; এবং চালুনী যেমন সার বস্তু সকল পরিত্যাগ করে অসার বস্তুগুলি নিজের ভেতর রাখে, সেইরূপ সংসারে কতকগুলি লোক সার বস্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে অসার বস্তু কামকাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।

৩। বিষয়ী লোকদের মন গুব্‌রে পোকার মতন। গোবরের পোকা গোবরের ভেতর থাক্‌তে ভালবাসে। যদি গোবর ছাড়া তাদের কিছু দাও, তা হলে ভাল লাগে না। জোর করে যদি পদ্মের ভেতর বসিয়ে দাও তা হলে তারা ছট্‌ফট্‌ করে মরে। বিষয়ী লোকদের মনে সেই রকম বিষয় কথা ছাড়া অন্য

কিছুই ভাল লাগে না। যদি ঈশ্বরীয় কথা-প্রসঙ্গ হয়, তারা সে স্থান ত্যাগ করে যেখানে বাজে কথা হয়, সেখানে গিয়ে বসে।

৪। যেমন কতকগুলো মাছ জালে আট্‌কালে আদপে পালাতে চেষ্টা করে না, অমনি পড়ে থাকে; আবার কতগুলি মাছ পালাবার জন্য লম্ফ ঝম্ফ করে, কিন্তু পালাতে পারে না; আবার এক জাতীয় মাছ আছে, যারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। এ সংসারে জীবও সেইরূপ তিন রকমের আছে; যথা—বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত।

৫। পথে যেতে যেতে রাত্র হয়ে পড়ায় ও আকাশে মেঘ ঝড়ের মতন হওয়ায় এক মেছুনী এক মালীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। মালী ফুলের

ঘরের দাওয়ায় তাকে আশ্রয় দিয়ে যথাসাধ্য তার সেবা কর্‌লে, কিন্তু কিছুতেই তার আর ঘুম হল না। শেষে সে বুঝ্‌তে পার্‌লে বাগানে নানা ফুল ফুটেছে ও সেই ফুলের গন্ধে তার ঘুম হচ্ছে না। সে তখনি আঁসচুপ্‌ড়িতে জল ছিটিয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে ঘুমুল। বিষয়ী বদ্ধ জীবেরও মেছুনীর মত সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না।

৬। পায়রার ছানার গলায় হাত দিলে যেমন মটর গজ গজ করে, সেই রকম বদ্ধজীবের সঙ্গে কথা কইলে টের পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা তাদের ভেতর গজ গজ কর্‌ছে। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্মকথা ভাল লাগে না।

৭। যে মূলো খেয়েছে, তার ঢেঁকুরেতেই

টের পাওয়া যায়, তেমনি যে ধার্ম্মিক তার সঙ্গে আলাপ কল্লে সে কেবল ধর্ম্মপ্রসঙ্গই করে থাকে। আর যে বিষয়ী, সে বিষয়ের কথাই বলে থাকে।

৮। দু রকম মাছি আছে এক রকম মধু মাছি; তারা মধু ভিন্ন আর কিছু খায় না। আর এ মাছিগুলো মধুতেও বসে, আর যদি পচা ঘা পায়, তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। সেই রকম দুই প্রকৃতির লোক আছে,—যারা ঈশ্বরানুরাগী, তারা ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ কর্‌তেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যদি কেহ কাম-কাঞ্চনের কথা কয়, তা হলে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাইতে মত্ত হয়।

৯। বদ্ধজীব হরিনাম আপনিও শোনে না, পরকেও শুন্‌তে দেয় না, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক-দের নিন্দা কর্‌তে থাকে, কেহ ধ্যান-ধারণা কর্‌লে তাকে নানা প্রকার ঠাট্টা করে।

১০। যেমন কুমীরের গায়ে অস্ত্র মার্‌লে অস্ত্র ঠিক্‌রে পড়ে যায়—তার গায়ে কিছুতেই লাগে না, তেমনি বদ্ধজীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পার্‌বে না।

১১। সূর্য্যের কিরণ সব জায়গায় সমান পড়্‌লেও জলের ভেতর, আর্শিতে ও সকল স্বচ্ছ জিনিষের ভেতর বেশী প্রকাশ দেখায়। ভগবানের বিকাশ সকল হৃদয়ে সমান হলেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ পাওয়া যায়।

১২। সকল পিঠের এঁঠেল একপ্রকার হলেও পুরের যেমন প্রভেদ থাকে, কারও ভেতর নারকেলের পুর, কারও ভেতর ক্ষীরের পুর ইত্যাদি ; সেইরূপ মানুষ সব একজাতীয় হলেও গুণে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

১৩। জল সব নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, আবার কোন কোন জল ছোঁওয়া পর্য্যন্ত যায় না, তেম্‌নি কোন কোন জায়গায় যাওয়া যায় ও কোন জায়গায় দূরে থেকে গড় করে পালাতে হয়।

১৪। বাঘের ভেতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

১৫। গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বল্লেন, সকল পদার্থ ই নারায়ণ ; শিষ্যও তাই বুঝ্‌লেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতী আস্‌ছিল, ওপর হতে মাহুত বল্লে, "সরে যাও"। শিষ্য ভাব্‌লে আমি সরে যাব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি? সে সর্‌ল না। শেষে হাতী শুঁড়ে করে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যথা লাগ্‌ল। পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে।

গুরু বল্লেন, "ভাল বলেছ—তুমি নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ; কিন্তু ওপর থেকে মাহুত-রূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলে-ছিলেন, তুমি মাহুত নারায়ণের কথা শুন্‌লে না কেন?"

১৬। সতের রাগ কি রকম জান? যেমন জলের দাগ। জলে একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায়, তেম্‌নি সতের রাগ হয় আর তখনি থেমে যায়।

১৭। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালে সব ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু কেউ খুব পণ্ডিত হয়, কেউ ঠাকুর পূজো করে, কেউ বা ভাত রাঁধে এবং কেউ বা বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি যায়।

১৮। যেমন কষ্টিপাথরে সোনা কি পিতল

দাগ দেওয়া মাত্র ধরা যায়, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিংবা কপট পরীক্ষা হয়ে থাকে।

১৯। মানুষ দু রকম—মানুষ ও মানহুঁষ। যাঁরা ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের মান্‌হুঁষ বলে; আর যারা কামিনী-কাঞ্চনরূপ বিষয় নিয়ে মত্ত, তারা সব সাধারণ মানুষ।

২০। বদ্ধ সংসারী লোকের কিছুতেই আর হুঁষ হয় না। সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে পড়েও তবু তাদের চৈতন্য হয় না। যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে, খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দর দর করে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না। তেমনি সংসারী লোকেরা কত যে শোক তাপ পায়, কিছুদিনের পরই আবার যেমন তেমনি।

২১। মুখহল্‌সা, ভেত্তরবুঁদে, কানতুল্‌সে
দীঘল-ঘোমটা নারী।
আর পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল
বড় মন্দকারী।

এই রকম লক্ষণ যাদের আছে, সেই-সব লোকের কাছ থেকে সাবধান থাক্‌বে।

গুরু

১। গুরু এক কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁকেই উপগুরু বলা যেতে পারে। ভাগবতে আছে, অবধূত এইরূপে ২৪টি উপগুরু করেছিল।

২। একদিন মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলে সামনে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁকজমক করে একটি বর আস্‌ছে, আর এক দিকে এক ব্যাধ এক মনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে, এত জাঁক করে যে বর আস্‌ছে, সে দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌ছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বল্লে, "তুমি আমার গুরু। যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বস্‌ব তখন যেন তাঁর প্রতি ঐরূপ লক্ষ্য থাকে।"

৩। একজন মাছ ধর্‌ছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ভাই, অমুক জায়গায় কোন্ পথ দিয়ে যাব ?" সে ব্যক্তির ফাৎনায় তখন মাছ খাচ্ছে ; সে তার কথায়

কোন উত্তর না দিয়ে একমনে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে রইল। মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বল্লে, "আপনি কি বলছেন?" অবধূত প্রণাম করে বল্লে, "আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বসব, তখন যেন ঐরূপ কাজ শেষ না করে অন্যদিকে মন না দিই।"

৪। একটা চিল একটা মাছ মুখে করে আস্ছে, তাই দেখে শত শত কাক, চিল তার পেছনে লাগ্‌ল, তাকে ঠুকরে কাম্‌ড়ে বিরক্ত করে, কেড়ে নেবার চেষ্টা কর্‌লে। সে যেখানে যায় সব কাক-চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে যেতে আরম্ভ কর্‌লে। শেষে সে বিরক্ত হয়ে মাছটা ফেলে দিলে; আর একটা চিল এসে যেমন নিলে, সব কাক-চিলগুলো প্রথম

চিলটাকে ছেড়ে তার পেছনে যেতে লাগ্‌ল। প্রথম চিলটি নিশ্চিন্ত হয়ে, এক গাছের ডালে চুপ করে বসে রইল। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম করে বল্লে, "এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পার্‌লেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ।"

৫। একটি জলাশয়ে এক বক আস্তে আস্তে একটা মাছের দিকে লক্ষ্য করে ধরতে যাচ্ছে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বকটিকে লক্ষ্য কর্‌ছে, কিন্তু বক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্‌ছে না। অবধূত সেই বককে নমস্কার করে বল্লে, "আমি যখন ধ্যান কর্ত্তে বস্‌ব, তখন যেন ঐ রকম চেয়ে না দেখি।"

৬। অবধূতের আর একটি ছিল

মৌমাছি। মৌমাছি অনেক দিন ধরে কষ্ট করে মধু সঞ্চয় কর্‌তে লাগ্‌ল। কোথা থেকে এক জন মানুষ এসে চাক ভেঙ্গে মধু খেয়ে গেল। তার অনেক দিন ধরে সঞ্চয়ের ধন সে উপভোগ কর্‌তে পার্‌লে না। অবধূত তা দেখে মধুকরকে নমস্কার করে বল্‌লে, "ঠাকুর, তুমি আমার গুরু ; সঞ্চয় কর্‌লে পরিণামে কি হয়, আমি তা তোমার নিকট হতে শিখ্‌লাম।"

৭। "গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, চেলা না মিলে এক।" উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে, এরূপ লোক অতি অল্প মেলে।

৮। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধ-ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তা হলে

নিশ্চয়ই তিনি তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন ; গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা কর্‌বার দরকার নেই।

৯। বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যে বৈদ্য এসে কেবল নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও' বলে চলে যায়, রোগী ঔষধ খেলে কি না খেলে তার কোন খোঁজ খবর না নেয়, সে অধম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী ঔষধ খাচ্ছে না দেখে, অনেক মিষ্টি কথায় বুঝায় ও 'ঔষধ খেলে ভাল হবে' ইত্যাদি বলে, সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী কিছুতেই খাচ্ছে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাওয়ায়, সেই উত্তম বৈদ্য। সেইরূপ যে গুরু বা আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে শিষ্যের কোন খোঁজ খবর না নেন সে গুরু বা আচার্য্য অধম ; আর

যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য বার বার বুঝাতে থাকেন, যাতে তাঁর উপদেশ সব ধারণা কর্‌তে পারে, ও ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম গুরু। আর শিষ্যেরা ঠিক ঠিক শুন্‌ছে না বা পালন কর্‌ছে না দেখে, যে আচার্য্য খুব জোর জবরদস্তি পর্য্যন্ত করেন, তিনি উত্তম আচার্য্য।

——

ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু

পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়

১। শাস্ত্রবিচার কতদিন দরকার, জান? যতদিন না সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হন। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ না ফুলে বসে, ততক্ষণ গুন্ গুন্ কর্‌তে থাকে, আর যখন ফুলের উপর বসে

মধুপান করতে থাকে, তখন একেবারে চুপ—কোনও শব্দ করে না।

২। একদিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন?" পরমহংসদেব উত্তরে বললেন, "যেমন চিল, শুকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে? তাদের মন সর্ব্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুণ জ্ঞানলাভ করতে পারে না।"

৩। ঠাকুর বলতেন,—গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক-বৈরাগ্যের সহিত বই না

পড়্‌লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।

৪। পরমহংসদেব কোন এক তার্কিক লোককে বলেছিলেন, "যদি এক কথায় বুঝ্‌তে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্ক যুক্তি করে যদি বুঝ্‌তে চাওত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যেও।"

৫। যেমন খালি গাড়ুতে জল ভর্ত্তে গেলে ভক্ ভক্ করে শব্দ হয়, কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না, তেমনি যার ভগবান্ লাভ হয়নি, সেই ভগবান্ সম্বন্ধে নানা গোল করে, আর যে তাঁর দর্শনলাভ করেছে, সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

৬। বিবেক-বৈরাগ্য না থাক্‌লে শাস্ত্র

পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভও হয় না। এইটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার করে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা—এইরূপ বিচার বুদ্ধির নাম বিবেক; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

৭। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না, তেম্‌নি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্মকথা লেখা আছে,—শুধু পড়্‌লে ধর্ম্ম হয় না—সাধন চাই।

৮। এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছ্‌ল; তার ভেতর যার বিষয়-বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আম গাছ, কোন

গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটির দাম কত হতে পারে ইত্যাদি নানা রকম বিচার কর্ত্তে লাগ্‌ল। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটি করে আম পাড়তে লাগ্‌ল আর খেতে লাগল। বল দেখি কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব-কিতাব করে লাভ কি? যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তাঁরা শাস্ত্রমীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন; বুদ্ধিমান্ ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভ করে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

৯। যেমন হাটের বাহিরে থেকে দাঁড়িয়ে কেবল একটা হো হো শব্দ শোনা যায়, কিন্তু

যতক্ষণ লোকে ভেতরে প্রবেশ না করে, সেই হো হো শব্দ স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। ভেতরে প্রবেশ করে দেখে, কেউ বা দরদস্তুর কচ্ছে, কেউ বা পয়সা দিচ্ছে আর জিনিষ কিন্‌ছে, ইত্যাদি। তেম্‌নি ধর্ম্মজগতের বাইরে থেকে ধর্ম্মের ভাব কিছু বুঝতে পারা যায় না।

১০। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্মবস্তু আজ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নি। বেদ পুরাণ ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু, তা কেউ মুখে বল্‌তে পারে নি।

১১। যেমন বালককে রমণসুখ বোঝান

যায় না, সেই রকম বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বোঝান যায় না।

১২। "নাক্ তের কেটে তাক্" বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন। সেই রকম ধর্ম্ম কথা বলা সোজা, কাজে করা বড় কঠিন।

১৩। রামচন্দ্র নামক একজন জটাজূট-ধারী ব্রহ্মচারী একদিন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি বসে অন্য কোন কথাবার্ত্তা না বলে, কেবল "শিবোঽহম" "শিবোঽহম্" করতে লাগলেন। ঠাকুর খানিক-ক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বল্লেন, "কেবল 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' করলে কি হবে? যখন সেই সচ্চিদানন্দ শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, সেই অবস্থায়

বলা চলে। তা ছাড়া শুধু মুখে 'শিবোঽহম্' বল্লে কি হবে? যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ সেব্য-সেবক ভাবে থাকাই ভাল।" ঠাকুরের এইরূপ নানা উপদেশে ব্রহ্মচারীর চৈতন্য হল এবং তিনি নিজের ভ্রম বুঝতে পার্‌লেন। যাবার সময় দেয়ালের গায়ে লিখে রেখে গেলেন, "স্বামি-বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী সেব্য-সেবক-ভাব প্রাপ্ত হল।"

সংসার ও সাধন

১। লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী

ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর কর্‌বার যো নেই। সংসারে সেই রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ কর্‌তে পারে না।

২। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধর্‌বার জন্য বিলের ধারে এবং মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির ভেতর চিক্ চিক্ করে জল যায় দেখে, ছোট ছোট মাছগুলি আনন্দে তার ভেতর চলে যায়, তারা আর বার হতে পারে না, সেইখানে আট্‌কে যায় পরে একেবারে প্রাণে মরে। দুটো একটা মাছ ঘুনির নিকটে গিয়ে ঐ দেখে একেবারে লাফিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সংসারেরও বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে প্রবেশ করে, পরে মায়ামোহে জড়িয়ে

দুঃখ কষ্ট পেয়ে নাশ পায় ; আর যাঁরা এই সব দেখে কামকাঞ্চনে আসক্ত না হয়ে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁরাই যথার্থ সুখ ও আনন্দ পান।

৩। রামপ্রসাদ বলেছিলেন, এ সংসার ধোঁকার টাটি। কিন্তু হরিপাদপদ্মে ভক্তি লাভ কর্‌তে পার্‌লে, এই সংসারই আবার হয়

"—মজার কুটী।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ক্রটি।
সে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল
দুধের বাটি॥"

৪। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সংসারে থেকে ঈশ্বর উপাসনা কি সম্ভব?"

পরমহংসদেব একটু হেসে বল্‌লেন, “ও দেশে দেখেছি, সব চিঁড়ে কোটে ; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে নাড়ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আস্‌ছে, তার সঙ্গে হিসাব কর্‌ছে, ‘তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হল।’ এই রকম সে সব কাজ কর্‌ছে বটে, কিন্তু তার মন সর্ব্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে ; সে জানে যে, ঢেঁকিটি হাতে পড়ে গেলে হাতটি জন্মের মত যাবে। সেইরূপ সংসারে থেকে সকল কাজ কর ; কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়্‌লে সব অনর্থ ঘট্‌বে।”

৫। সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা কর্‌তে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা নিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেমনি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

৬। হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথায় করে ৪।৫টি জলভরা কলসী নিয়ে যায়। পথে আত্মীয় লোকদের সঙ্গে গল্প করে, সুখ দুঃখের কথা কয়, কিন্তু তাদের মন থাকে মাথার কলসীর ওপর, যেন সেটি পড়ে না যায়। ধর্ম্ম-পথের পথিকদেরও সকল অবস্থার ভেতরে ঐ রকম দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, মন যেন তাঁর পথ থেকে পড়ে না যায়।

৭। বাউল যেমন দু হাতে দুরকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তোমরাও তেম্‌নি হাতে সমস্ত কাজকর্ম্ম কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ কর্‌তে ভুলো না।

৮। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির ওপর—সে কাজ কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বদা ভাবে যে কখন তার সঙ্গে দেখা হবে; তোমারও সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে পড়ে থাকে।

৯। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান? পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ

যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

১০। দাঁড়িপাল্লার যে দিক্ ভারী হয়, সেই দিক্ ঝুঁকে পড়ে, আর যে দিক্ হাল্‌কা হয়, সেই দিক্ ওপরে উঠে যায়। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়, তার এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ভগবান। যার সংসার, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তার মন ভগবান থেকে উঠে গিয়ে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আর যার বিবেক-বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তার মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১১। একজন সমস্ত দিন ধরে আখের

ক্ষেতে জল ছেঁচে শেষে ক্ষেতে গিয়ে দেখ্‌লে যে এক ফোঁটা জলও ক্ষেতে যায়নি, দূরে কতকগুলো গর্ত্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়-বাসনা, সংসারিক মান-সম্ভ্রম ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধন করেন, তিনি যদি সারাজীবন ঈশ্বর উপাসনা করেন, শেষে দেখ্‌তে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছেঁদা দিয়ে তাঁর সমুদয় বেরিয়ে গেছে।

১২। বালক যেমন এক হাত দিয়ে খোঁটা ধরে বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে থাকে, একবারও ভয় করে না, কিন্তু তাঁর মন সেই খোঁটার দিকে সর্ব্বদা পড়ে আছে—সে মনে জানে যে,

খোঁটাটি ছাড়্‌লেই আমি পড়ে যাব; সংসারেও সেই রকম ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কাজ কর, কিন্তু মন যেন তাঁর প্রতি সর্ব্বদা থাকে; তা হলে নিরাপদে থাক্‌বে।

১৩। সংসারে সুখের লোভে অনেকে ধর্ম্মকর্ম্ম করে থাকে, একটু দুঃখ কষ্ট পেলে, কিংবা মর্‌বার সময় তারা সব ভুলে যায়; যেমন টিয়া পাখী এম্‌নে সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে যখন ধরে, তখন রাধাকৃষ্ণ ভুলে গিয়ে নিজের বোল ক্যাঁ ক্যাঁ কর্‌তে থাকে।

১৪। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে; তা

হলে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের মনের ভেতর যেন সংসারভাব না থাকে।

১৫। সংসার কেমন? যেমন আমড়া—শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।

১৬। যেমন কাঁঠাল ভাঙ্‌তে গেলে লোকে আগে বেশ করে হাতে তেল মেখে নেয়, তা হলে আর হাতে কাঁঠালের আঠা লাগে না; তেম্‌নি এই সংসাররূপ কাঁঠালকে যদি জ্ঞান-রূপ তেল হাতে মেখে সম্ভোগ করা যায়, তা হলে কামিনীকাঞ্চনরূপ আঠার দাগ আর মনে লাগ্‌তে পার্‌বে না।

১৭। সাপকে ধরতে গেলে তখনই তাকে

দংশন করে দেবে কিন্তু যে ব্যক্তি ধূলোপড়া জানে, সে সাতটা সাপকে ধরে গলায় জড়িয়ে বেশ খেলা দেখাতে পারে; তেমনি বিবেক-বৈরাগ্যরূপ ধূলোপড়া শিখে কেউ যদি সংসার করে, তাকে আর সাংসারিক মায়া-মমতায় আবদ্ধ কর্‌তে পারে না।

১৮। ভেতরে যার যে ভাব থাকে, তার কথাবার্ত্তায় তা বেরিয়ে পড়ে; যেমন মুলো খেলে, তার ঢেঁকুরে মূলোর গন্ধ বেরোয়। তেমনি সংসারী লোকেরা সাধুসঙ্গ কর্‌তে এসে বিষয়ের কথাই বেশী কয়ে থাকে।

১৯। মনই সব জান্‌বে। জ্ঞানই বল আর অজ্ঞানই বল, সবই মনের অবস্থা। মানুষ

মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেতেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান্। সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ মনন কর্‌তে পার্‌লে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না।

২০। জ্ঞান লাভ হলে তারা সংসারে কি রকম ভাবে থাকে, জান? যেমন সাসির ঘরে বসে থাক্‌লে ভেতরের ও বাহিরের—দুই দেখ্‌তে পায়।

২১। গীতা পড়্‌লে যা হয়, আর দ্বাদশ-বার 'গীতা' শব্দ উচ্চারণ কর্‌লে তাই বোঝায়। যেমন 'গী তাগী তাগী তাগী'। কি না হে জীব! সব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

সাধনের অধিকারী

১। যেমন আম, পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফল ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাজে লাগ্‌তে পারে কিন্তু একবার কাকে ঠুক্‌রে দাগি কর্‌লে আর দেবসেবায় সে ফল দেওয়া যায় না, ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে না, আপনিও খাওয়া উচিত্ত নয়, সেইরূপ পবিত্র-হৃদয় বালক ও যুবাদের ধর্ম্মপথে লয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কেন না তাদের ভেতর বিষয়-বুদ্ধি একেবারে প্রবেশ করে নি। এক-বার বিষয়-বুদ্ধি ঢুকলে পরমার্থপথে লয়ে যাওয়া ভার।

২। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন

জান ? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকি চার আনা মা বাপ, মান সম্ভ্রম, বেশ-ভূষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এইজন্য ছেলে-বেলায় যারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ কর্‌তে পার্‌বে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।

৩। যেমন টিয়া পাখীর গলায় কাঁটী উঠ্‌লে আর পড়ে না, ছানাবেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেম্‌নি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলেবেলায় তাদের মন অল্পতেই স্থির হয়।

৪। এক সের দুধে এক ছটাক জল থাক্‌লে সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু এক সের দুধে তিন পোয়া জল থাক্‌লে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কাট খড় পুড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনের বিষয়-বাসনা খুব কম, এইরূপ একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয়-বাসনা গজ গজ করে; তাইতে তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

৫। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তেম্‌নি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টান্‌তে গেলে ছেড়ে পালায়।

৬। মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলী। সরষের পুঁটলী একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, অল্পতেই স্থির হয়; কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির করা বড় শক্ত।

৭। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন কর্‌লে যেমন উত্তম মাখন উঠে থাকে, বেলা হলে কিন্তু আর ভাল মাখন তোলা যায় না; সেইরূপ বাল্যকালে যারা ঈশ্বরানুরাগী হয় ও সাধন ভজন করে, তাহাদেরই ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে।

৮। বাসনাহীন মন কেমন জান? যেন শুক্‌নো দেশলাই। ও একবার ঘষলে দপ্‌ করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হলে ঘষতে ঘষতে কাটী ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। সেইমত সরল সত্যনিষ্ঠ, নির্ম্মল-স্বভাব লোককে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগ উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শতবার উপদেশ কর্‌লেও কিছু হয় না।

বিভিন্ন প্রকার সাধক

১। দুই রকমের সাধক দেখা যায়। যেমন বাঁদরের ছানা এবং বিল্লীর ছানা। বাঁদরের

ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। বেড়ালের ছানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ মিউ কর্‌তে থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছা হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়! তেম্‌নি জ্ঞানী বা কর্ম্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বর লাভ কর্‌তে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্ত্তা জ্ঞান কোরে, তার চরণে বিড়াল-ছানার ন্যায় নির্ভর কোরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

২। এক ব্যক্তি যেমন কারও পিতা, কারও জেঠা, কারও খুড়া, কারও মেসো, কারও ভগ্নীপতি, কারও শ্বশুর ইত্যাদি

ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও কিন্তু সম্বন্ধভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে, তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা করে।

৩। যার যেমন ভাব, তার তেম্‌নি লাভ হয় অর্থাৎ যে তাঁকেই চায়, সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য্য কামনা করে, সে তাই পেয়ে থাকে।

৪। রাজবাড়ীতে ভিক্ষা কর্‌তে গিয়ে যে লাউ কুমড়া ইত্যাদি সামান্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে অতি নির্ব্বোধ। রাজাধিরাজ ভগবানের দ্বারস্থ হয়ে জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি রত্ন প্রার্থনা না কোরে অষ্টসিদ্ধাই প্রভৃতি তুচ্ছ

বস্তুর নিমিত্ত যে প্রার্থনা করে, সে বড়ই নির্ব্বোধ।

৫। ভক্ত কিংবা জ্ঞানীর ভাব বাইরে থেকে বোঝা বড় কঠিন হয়ে থাকে। যেমন হাতীর দু রকম দাঁত দেখা যায়, বাইরের দাঁত কেবল দেখাবার, তার দ্বারা খাওয়া চলে না। আর এক রকম দাঁত মুখের ভেতরে আছে, তার দ্বারা খেয়ে থাকে। তেম্‌নি অনেক সময় সাধকেরা আপনার ভাব গোপন রেখে অন্য রকম দেখান।

৬। যোগী দুই প্রকার—গুপ্ত যোগী ও ব্যক্ত যোগী। গুপ্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা গোপনে গোপনে ভগবানের সাধন ভজন করে থাকেন, লোককে আদপেও জান্‌তে দেন

না। আর ব্যক্ত যোগী যাঁরা, তাঁরা বাহ্যিক যোগদণ্ড ইত্যাদি ধারণ করে লোকের সঙ্গে ঐ সব প্রসঙ্গই করে থাকেন।

উত্তম ভক্ত

১। পাথর হাজার বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখন ঢোকে না, কিন্তু মাটিতে জল লাগ্‌লে তখনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, তারা হাজার হাজার আপদ্ বিপদের মধ্যে পড়্‌লেও হতাশ হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়।

২। প্রহ্লাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে ভগবান্

বল্লেন, "তুমি কি বর চাও ?" প্রহ্লাদ বল্লে, "ঠাকুর, যারা আমাকে কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে, তাদের তুমি ক্ষমা কর। তাদের শাস্তি দিলে তোমাকেই কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে ; কারণ, তুমি ত সর্ব্বভূতেই অবস্থান কচ্ছ।"

৩। ভক্ত কেশবচন্দ্রকে দেখ্‌বার ঠাকুরের বড় সাধ হয়েছিল। তখন কেশববাবু ব্রাহ্মভক্তাদির সঙ্গে ৺জয়গোপাল সেনের বেলঘরের বাগানে অবস্থান কর্‌ছিলেন। ঠাকুর হৃদয় মুখুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে বেল-ঘরের বাগানে উপস্থিত হলেন। কেশববাবু তখন ব্রাহ্মভক্তাদির সঙ্গে পুকুরে স্নান কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে বল্লেন, "এরই ল্যাজ খসেছে।" এই

শুনে ব্রাহ্ম ভক্তেরা সকলে হেসে উঠ্‌লেন। কেশববাবু তাঁদের বল্লেন, "তোমরা হেসো না ; ইনি যা বল্‌ছেন, তার মানে আছে।" ঠাকুর তখন বল্লেন, "ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে, ততদিন জলে থাকে ; ল্যাজ খসে গেলে জলেও থাক্‌তে পারে, ডাঙ্গাতেও থাক্‌তে পারে। তেম্‌নি ভগবান্‌কে চিন্তা করে যার অবিদ্যা দূর হয়ে গেছে, সে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে থাক্‌তেও পারে, আবার সংসারেও থাক্‌তে পারে।"

———

সাধনে বিঘ্ন

১। যেমন জালার ভেতর কোনখানে একটি ছোট ছিদ্র থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব জল বেরিয়ে যায়, তেমনি সাধকের ভেতরও একটু সংসারাসক্তি থাক্‌লে সব সাধনা বিফল হয়ে থাকে।

২। কাঁচা মাটিতে গড়ন হয়, পোড়া মাটিতে আর গড়ন চলে না। যার হৃদয় একেবারে বিষয়বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তাতে আর পারমার্থিক ভাব ধরে না।

৩। চিনিতে বালিতে মিশে থাক্‌লে, পিঁপড়ে যেমন বালি ফেলে চিনি খায়, তেমনি

সাধু ও পরমহংসেরা এ সংসারে সদ্বস্তু যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকেই গ্রহণ করে, আর অসদ্বস্তু যে কাম-কাঞ্চন, সে সমস্ত ত্যাগ করে।

৪। কাগজে তেল লাগ্‌লে তাতে আর লেখা চলে না, তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চনরূপ তেল লাগ্‌লে তাতে আর সাধন চলে না। সে তেলমাখা কাগজ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে তাতে লেখা যায়, তেমনি জীবে কাম-কাঞ্চনরূপ তেল লাগ্‌লে ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে তবে সাধন চলে।

৫। যে সকল লোক নিজে কখন ধর্ম্মচর্চ্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান পূজা কর্‌তে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধন-অবস্থায় কখনও এরূপ

লোকেদের সঙ্গ কর্‌বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাক্‌বে।

৬। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্তু এসে ঢোকে, তা হলে সব গরুগুলো তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটি করে। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে ধর্ম্মকথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বিজাতীয় লোক এলে তার সঙ্গে মেশামেশি করে না।

৭। যে পুকুরে অল্প জল, তার যেমন জল পান কর্‌তে গেলে ওপর থেকে আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়তে নেই,

নাড়্‌লে তার ভেতর হতে ময়লা উঠে জল ঘোলা হয়ে যায়, তেমনি যদি সচ্চিদানন্দ লাভ কর্‌তে চাও, তা হলে তুমি গুরুবাক্য বিশ্বাস করে ধীরে ধীরে সাধন কর। মিছে কেবল শাস্ত্র বিচার তর্ক করো না, ক্ষুদ্র মন অল্পেতেই গুলিয়ে যায়।

৮। ভূত ছাড়্‌বে কেমন করে বল? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তারই মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে; যে মন দিয়ে সাধন ভজন কর্‌বে তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সাধন ভজন কি করে হবে?

৯। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বল্‌ছি, 'হে ভগবান্! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন' এবং মনে বিষয়কেই সর্ব্বস্ব

জেনে বসে রয়েছি। এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয়।

১০। বাসনার লেশমাত্র থাক্‌তে ভগবান্ লাভ হয় না। যেমন সূতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাক্‌তে ছুঁচের ভেতর যায় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

১১। যারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন কর্‌তে চায়, তারা যেন কোন রকমে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত না হয়ে পড়ে, কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রব থাক্‌লে কোন কালেও তাদের সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় নেই। যেমন খই ভাজবার সময় যে খইটি খোলার ওপর থেকে ঠিক্‌রে বাইরে পড়ে

তাতে কোন দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাক্‌লে কোন না কোন স্থানে কাল দাগ লাগে।

১২। বিষয়, ছেলে, কিংবা মান-সম্ভ্রমের জন্য কেহ যেন কামনা করে ঈশ্বরের সাধনা না করে। যে শুধু সচ্চিদানন্দ লাভের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তার নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ হয়।

১৩। যেমন বাতাসে জল নাড়্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মন স্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এই জন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মন স্থির করে ভগবানের ধ্যান-ধারণা করেন।

১৪। ভাবের ঘরে যার চুরি না থাকে, তারই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। অর্থাৎ কেবল সরলভাবে ও বিশ্বাসেতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

১৫। যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে বলে থাকে, "মা মনসা, মুখটি লুকিয়ে রেখো আর লেজটি দেখিয়ো," তেম্‌নি যুবতী স্ত্রীলোক দেখ্‌লে মা বলে নমস্কার করা উচিত ও তাদের মুখের দিকে না চেয়ে পায়ের দিকে চাইবে। তা হলে আর প্রলোভনের ও পতনের আশঙ্কা থাক্‌বে না।

১৬। বিদ্যাশক্তিই হউক বা অবিদ্যা-শক্তিই হউক, সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত মাত্রেই সব স্ত্রীলোককে মা আনন্দময়ীর রূপ বলে জানবে।

১৭। খুব জনশূন্যস্থানে যুবতী স্ত্রীলোককে দেখে যে মা বলে চলে যেতে পারে, তাকেই ঠিক ঠিক ত্যাগী বলা যায়, আর, যে লোক সভার মাঝখানে ত্যাগী সেজে থাকে, তাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না।

১৮। অভিমানের জড় মরেও মরে না, যেমন ছাগলটাকে কেটে ফেলে তার ধড় মুণ্ড হতে পৃথক্ কর্‌লেও কিছুক্ষণ ধরে নড়্‌তে থাকে।

১৯। অভিমানশূন্য হওয়া বড় কঠিন। প্যাঁজ রশুনকে ছেঁচে কোন পাত্রে রেখে, তার পর পাত্রটিকে শতবার ধুয়ে ফেল্‌লেও তার গন্ধ যেমন কিছুতেই যায় না, সেই প্রকার অভিমানের লেশ কিছু না কিছু থেকে যায়।

২০। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর লক্ষণ কিরূপ জান ? তারা কামিনী-কাঞ্চনের কোন-রূপ সংস্পর্শে থাক্‌বে না। এমন কি, স্বপ্নেও যদি কামিনী-সহবাস হচ্ছে বলে জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেতঃস্খলন হয়, কিংবা অর্থের ওপর আসক্তি জন্মায়, তা হলে এত দিনের সাধন ভজন সব নষ্ট হয়ে যায়।

২১। ভগবান্ কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট বসে যে যা কিছু প্রার্থনা করে, তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাব-ধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। কেমন জান ?—

এক ব্যক্তি কোন সময় ভ্রমণ করতে

কর্‌তে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়। পথে রৌদ্রের তাপে এবং পথভ্রমণের ক্লেশে অতিশয় ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়ে কোন একটি বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন করে শ্রান্তিদূর কর্‌তে কর্‌তে মনে মনে ভাব্‌লে যে, এই সময়ে যদি একটি উত্তম শয্যা মেলে, তা হলে তাতে অতি সুখে নিদ্রা যাই। পথিক যে কল্পতরুর নিম্নে বসে ছিল, তা সে জান্‌ত না। মনে মনে যেমন এই বাসনা উঠ্‌ল, তৎক্ষণাৎ সেইখানে উত্তম শয্যা এসে পড়্‌ল। পথিক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তাইতেই শয়ন কর্‌লে ও মনে মনে ভাবতে লাগল, এই সময় যদি একটি স্ত্রীলোক এসে আমার পদ-সেবা করে, তা হলে অতি সুখে শয়ন কর্‌তে

পারি। এই সঙ্কল্প হতে না হতেই তখনই এক যুবতী পথিকের পদতলে এসে উপবেশন-পূর্ব্বক তার সেবা করতে লাগ্‌ল। পথিকের এই দেখে আহ্লাদের আর সীমা রইল না। তার পর তার খুব ক্ষুধা পেতে লাগ্‌ল ও সে মনে করলে যা ইচ্ছা করেছিলুম তা ত পেলুম, তবে কি কিছু খাবার জিনিষ পাব না? বলতে না বলতে তার নিকট অমনি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এসে জুটল। পথিক সেগুলি দিয়ে তখনই উদর পূর্ণ করে সেই শয্যায় শয়নপূর্ব্বক সেদিনকার সব ঘটনা ভাব্‌ছে, এমন সময় তার মনে হল যে এ সময় যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়ে, তাহলেই বা কি করা যায়। যেমন এইটি মনে হওয়া

অমনি এক প্রকাণ্ড বাঘ লাফ দিয়ে এসে তাকে ধর্‌লে এবং তার ঘাড় থেকে রক্ত পান কর্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে পথিকের জীবন শেষ হল। এই সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বর সাধন কর্‌তে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথবা মান যশ ইত্যাদির কামনা কর্‌লে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রেরও ভয় থাকে। অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, মান, অপমান ও বিষয়-নাশরূপ ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হতেও লক্ষ গুণে যন্ত্রণাদায়ক।

২২। এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ বৈরাগ্যভাব উদয় হয়ে আত্মীয় ভাইদের নিকট বলল্ যে, সংসার আমার ভাল নাগ্‌ছে না। এখনি

আমি কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর আরাধনা করব। তার আত্মীয়েরা এই শুভ সঙ্কল্পে সম্মতি দিল। উক্ত ব্যক্তি বাড়ী হতে বাহির হয়ে ক্রমে এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হয়ে ঘোরতর তপস্যা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল তপস্যা করে ও কিছু কিছু সিদ্ধাই লাভ করে পুনরায় বাড়ীতে ফির্‌ল। তার আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকদিন পরে তাকে দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল ও কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, এতদিন তপস্যা করে কি জ্ঞানলাভ কর্‌লে? তখন সেই ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করে সম্মুখে একটি হাতী চলে যাচ্ছে দেখে, হাতীর নিকট গিয়ে ও তার গা

তিনবার স্পর্শ করে যেমন বল্‌লে, "হাতী তুই মরে যা," অমনি হাতীটা তার স্পর্শে মৃতবৎ হয়ে গেল ; কিছুক্ষণ পরে আবার গায়ে হাত দিয়ে যেমন বল্‌লে "হাতী, বাঁচ্" অমনি হাতী বেঁচে উঠল।

তারপর বাড়ীর সম্মুখে নদীর ধারে গিয়ে মন্ত্রবলে এপার হতে পরপারে চলে গেল, আবার ঐভাবে নদী পার হয়ে এল। তার ভাইয়েরা এই সব দেখে খুব আশ্চর্য্য হলো বটে, কিন্তু তপস্বি-ভাইকে বল্‌তে লাগ্‌ল— ভাই, এতদিন কেবল বৃথা তপস্যা করেছ ; হাতী মল ও বাঁচ্‌ল তাতে তোমার কি লাভ হল ? আর তুমি বার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করে নদীর পারাপার কর্‌তে শিখেছ ;

আমরা এক পয়সা খরচে করে থাকি। অতএব তুমি কেবল বৃথা সময় নষ্ট করেছ। ভাইদের নিকট এইরূপ শ্লেষপূর্ণ কথা শুনে তার যথার্থই হুঁস হল ও সে বল্‌তে লাগ্‌ল, যথার্থই আমার নিজের কি হল। এই বলে তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন লাভের জন্য পুনরায় ঘোরতর তপস্যা করতে চলে গেল।

২৩। নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়—যেমন কাক খুব চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেম্‌নি এ সংসারক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকী করতে যায়, তারাই কেবল ঠকে থাকে।

২৪। একদিন গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে এক হাতে একটা টাকা নিয়ে আর এক হাতে মাটি

নিয়ে মাটিই টাকা, টাকাই মাটি, এইরূপ বিচার করে উভয়কে যখন গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন মনে একটু ভয় ও ভাবনা এল। ভাবলুম— মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন ও তিনি যদি খেতে না দেন। তার পরে মনে এল ও বল্‌লুম, মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার হৃদয়ে থাক, তোমার ঐশ্বর্য্য আমি চাই না।।

২৫। ঈশ্বর দু বার হাসেন। যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে জমি বখ্‌রা করে নেয় আর বলে, —এ দিকটা আমার, ও ঐ দিকটা তোমার, তখন একবার হাসেন। আর একবার হাসেন, যখন লোকের অসুখ কঠিন হয়ে পড়েছে, আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে কান্নাকাটি কচ্ছে, বৈদ্য এসে বল্‌ছে, ভয় কি? আমি ভাল করে দেব। বৈদ্য

জানে না যে, ঈশ্বর যদি মারেন, তবে কার সাধ্য তাকে রক্ষা করে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, হে অর্জ্জুন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধিও থাক্‌লে পরে আমার যে সেই পরম ভাব, তা তুমি লাভ কর্‌তে পারবে না। অতএব যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী, তারা যেন কোনরূপ সিদ্ধি কামনা না করে।

২৭। লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন মাড়োয়ারী সৎসঙ্গী ও ধনাঢ্যব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরকে দর্শন কর্‌তে আসেন। ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। ঠাকুরের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ কোরে ও তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধে

আলোচনা শুনে তিনি বড়ই প্রীত হন। পরিশেষে ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় নেবার সময় বলেন, আমি দশ হাজার টাকা আপনার সেবার নিমিত্ত দিতে চাই। ঠাকুর এই কথা শোন্‌বামাত্র, মাথায় দারুণ আঘাত লাগ্‌লে যেরূপ হয়, মূর্চ্ছাগতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাবিরক্তি প্রকাশ করে বালকের ন্যায় তাঁকে সম্বোধন করে বল-লেন, "শালা, তুম্ হিঁয়াসে আবি উঠ্ যাও। তুম্ হাম্‌কো মায়াকা প্রলোভন দেখাতা হ্যায়।" উক্ত মাড়োয়ারী ভক্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে ঠাকুরকে বললেন, "আপ্ আভি থোড়া কাঁচা হ্যায়।" ইহার উত্তরে ঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন, "ক্যায়সা হ্যায়?"

মাড়োয়ারী ভক্ত বল্‌লেন, "মহাপুরুষ লোগোকোঁ খুব উচ্চ অবস্থা হোনেসে ত্যাজ্য গ্রাহ্য এক সমান বরাবর হো যাতা হ্যায়, কোই কুছ দিয়া অথবা লিয়া উস্‌মে উন্‌কা" চিত্তমে সন্তোষ বা ক্ষোভ কুছ নেহি হোতা।" ঠাকুর ঐ কথা শুনে ঈষৎ হেসে তাকে বুঝাতে লাগ্‌লেন, "দেখ, আর্শিতে কিছু অপরিষ্কার দাগ থাকলে যেমন ঠিক ঠিক মুখ দেখা যায় না, তেমনি যার মন নির্ম্মল হয়েছে, সেই নির্ম্মল মনে কামিনী-কাঞ্চন-দাগ পড়া ঠিক নয়।" ভক্ত মাড়োয়ারী বল্‌লেন, "বেশ কথা, তবে হৃদয়, যে আপনার সেবা করে, না হয় তার নামে আপনার সেবার জন্য এই টাকা থাক।" তদুত্তরে ঠাকুর

বল্‌লেন, "না, তাও হবে না। কারণ, তার নিকট থাক্‌লে যদি কোন সময় আমি বলি যে অমুককে কিছু দাও বা অন্য কোন বিষয়ে আমার খরচ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তাতে যদি সে দিতে না চায় তখন মনে সহজেই এই অভিমান আস্‌তে পারে যে, ও টাকা ত তোর নয়, ও আমার জন্য দিয়েছে। এও ভাল নয়।" মাড়োয়ারী ভক্ত ঠাকুরের এই কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেন এবং ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ত্যাগ-ভাব দেখে নিরতিশয় প্রীত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

২৮। টাকার অহঙ্কার করতে নেই। যদি বল আমি ধনী, ধনীর আবার তারে বাড়া

তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকী পোকা ওঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি ; কিন্তু যেই নক্ষত্র উঠল, অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্রেরা মনে করে, আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি ; কিন্তু পরে যখন চন্দ্র উঠল, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলে, আমার আলোয় জগৎ হাস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণোদয় হল, তখন চন্দ্র মলিন হয়ে গেল। খানিক পরে আর দেখা গেল না। ধনীরা যদি এগুলি ভাবে, তা হলে আর তাদের ধনের অহঙ্কার থাকে না।

২৯। "এক কৌপীন কা ওয়াস্তে।" একজন সাধু গুরূপদেশ নিয়ে ভগবানের

সাধন ভজন করবার উদ্দেশ্যে কোন গ্রামের কাছে একটি নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে সামান্য একটি পর্ণকুটীর করে তার মধ্যে বাস করতে লাগলেন ও সাধন ভজন করতে লাগলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে স্নান ইত্যাদি করে তাঁর ভিজে কাপড় ও কৌপীন কুটীরের কাছে একটি গাছে শুকোবার জন্য রেখে দিতেন। সাধু যখন ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে যেতেন, সেই সময় ইঁদুর এসে তাঁর সেই কৌপীন কেটে দিত। সাধু পরদিন গ্রামে গিয়ে আবার নূতন কৌপীন ভিক্ষা করে আন্‌তেন। অল্প দিন পরে সাধু স্নানান্তে আবার ঐ ভিজে কৌপীন কুটীরের ওপর শুকোবার জন্য রেখে দিলেন এবং

ভিক্ষান্নের জন্য গ্রামে গেলেন। ভিক্ষান্তে কুটীরে ফিরে এসে দেখলেন, ইঁদুর আবার তাঁর কৌপীন টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলেছে। তিনি তাই দেখে মনে মনে বড় বিরক্ত হলেন এবং ভাবতে লাগলেন, "আবার কোথায় কার কাছে কৌপীন ভিক্ষা করব ?" পরদিন আবার ভিক্ষায় বেরিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ইঁদুরের উপদ্রবের কথা জানালেন। গ্রামবাসীরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বল্লে "আপনাকে রোজ রোজ কে কৌপীন দেবে ? আপনি এক কাজ করুন,—একটা বেড়াল পুষুন, তা হলে আর বেড়ালের ভয়ে ইঁদুর আস্‌বে না।" সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চা নিয়ে এলেন। সেই দিন থেকেই বেড়ালের ভয়ে ইঁদুরের

উপদ্রব বন্ধ হল। তা দেখে সাধুর আনন্দের সীমা রইল না। ক্রমে সাধু সেই বেড়ালটাকে বেশ আদর যত্নে লালন পালন করতে লাগলেন এবং গ্রামে গিয়ে বেড়ালের জন্য দুধ ভিক্ষা করে এনে খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পর কোন ব্যক্তি তাঁকে বল্‌লে "সাধুজী, আপনার রোজ দুধের দরকার; দু চার দিন ভিক্ষা করে চল্‌তে পারে। বারমাস কে আপনাকে দুধ দেবে? আপনি এক কাজ করুন, একটি গরু পুষুন, তা হলে তার দুধ খেয়ে আপনি নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন, বেড়ালকেও খাওয়াতে পারবেন। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু একটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন, সাধুকে আর দুধের জন্য ভিক্ষা করতে হল না।

ক্রমে সাধু সেই গরুর খড় বিচিলী ইত্যাদির জন্য গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা কর্‌তে লাগলেন। তখন গ্রামের লোকেরা তাঁকে বল্‌তে লাগল, "আপনার কুটীরের নিকট পতিত জমিতে চাষ বাস করুন, তা হলে, আর খড় বিচিলীর জন্য ভিক্ষা কর্‌তে হবে না।" তখন সাধু সকলের পরামর্শে নিকটস্থ পতিত জমিতে চাষ আরম্ভ কর্‌লেন। চাযের জন্য তাঁকে ক্রমে লোক ইত্যাদি নিযুক্ত কর্‌তে হল। যখন শস্যাদি সঞ্চিত হতে লাগল তা রাখবার জন্য গোলাবাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করে তিনি ঠিক গৃহস্থের মত মহাব্যস্ত হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সাধুটির গুরু এসে সেখানে উপস্থিত হলেন।

তিনি ঐ সকল বিষয়-বৈভব দেখে একটি চাকরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, এইখানে "একটি ত্যাগী কুটীরমধ্যে থাকৃতেন, তিনি কোথায় গেছেন বল্‌তে পার?" চাকরটি কোন উত্তর দিতে পাল্লে না। পরে তিনিই ঐ সাধুর বাটীর মধ্যে ঢুকে সাম্‌নে তাঁর শিষ্যকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বৎস, এসব কি?" শিষ্য অপ্রতিভ হয়ে অমনি গুরুর পায়ে পড়ল এবং বল্‌তে লাগল, "প্রভুজী, এ সব এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।" সাধুটি একে একে সব বৃত্তান্ত গুরুর নিকট বল্‌তে লাগলেন। গুরুর দর্শনে তাঁর সকল আসক্তি কেটে গেল ও তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সব বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করে গুরুর পশ্চাদগামী হলেন।

৩০। হৃদয় মুখুজ্যে একদিন ঠাকুরকে বলেছিলেন, "মামা, তোমার প্রতি মার যখন এত দয়া, তুমি মার কাছে কিছু সিদ্ধাই চেয়ে নাও না কেন?" ঠাকুরের তখন বালকের ন্যায় অবস্থা। হৃদুর এই কথা শুনে তিনি একদিন চাঁপাতলার পুষ্করিণীর ঘাটে বসে বালকের ন্যায় মাকে বলতে লাগলেন, "মা হৃদু বলে, তুমি মার কাছ থেকে সিদ্ধাই চেয়ে নাওনা কেন?" এই বলে তিনি মাকে চিন্তা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি সম্মুখে দেখলেন, একটি কালা পেড়ে কাপড় পরা মোটা স্ত্রীলোক শৌচে বসেছে। তার পরক্ষণেই চলে এসে হৃদয়কে বল্লেন, "শ্যালা, তুই আমাকে কি বুদ্ধি দিয়েছিস্? আমি আর তোর কোন বুদ্ধিই নেব

না। তোর কথা শুনে মাকে যেমন বল্‌লুম্, 'মা, হৃদু আমাকে বলে, তুমি মার কাছ থেকে সিদ্ধাই চেয়ে নাও না কেন?' মা তৎক্ষণাৎ আমাকে ঐরূপ দেখিয়ে দিলেন।"

———

সাধনের সহায়

১। প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে মন স্থির কর্‌তে হয়। তা না হলে অনেক দেখে শুনে মন চঞ্চল হয়। যেমন দুধে জলে এক সঙ্গে রাখ্‌লে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখন কর্‌তে পার্‌লে জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের ওপর ভাসে; তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে, তারা যেখানে সেখানে বসে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে চিন্তা কর্‌তে পারে।

২। নিষ্ঠা ভক্তি না হলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাক্‌লে সতী হয়,—তেম্‌নি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হলে ইষ্ট দর্শন হয়।

৩। হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করে-ছিল, "আজ কি তিথি?" হনুমান বল্‌লে, "আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, ও সব কিছু জানি না। আমি কেবল এক রাম-পাদ-পদ্ম জানি।"

৪। ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে, আর কোণে।

৫। নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সার্‌বে কেমন করে? রোগটি হয়েছে বিকার, আর যে ঘরে বিকার-রোগী সেই ঘরেই তেঁতুলের আচার ও জলের জালা। মেয়ে-

মানুষ পুরুষের পক্ষে তেঁতুলের আচার, আর ভোগ-বাসনা জলের জালা। তাতে কি রোগ সারে? দিনকতক ঠাঁইনাড়া হয়ে নির্জ্জনে গিয়ে সাধন ভজন কর্‌তে হয়। তার পর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে থাক্‌লে আর ভয় নেই।

৬। প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস কর্‌তে হয়। তার পর যখন ঠিক অভ্যাস হয়, তখন যেখানে সেখানে ধ্যান কর্‌তে পার। যেমন গাছ, যখন ছোট থাকে তখন তাকে যত্ন করে বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, তা না হলে গরু ছাগলে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয়, তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধলেও কিছুই করতে পারে না।

৭। একদিন একটি ছোক্‌রা ভক্ত পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন, "ঠাকুর, কাম কি করে দমন করা যায়?" ঠাকুর একটু হেসে বল্‌লেন, "সব স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখবি আর স্ত্রীলোকের কখনও মুখের দিকে চাইবি নি, সর্ব্বদা পায়ের দিকে চাইবি, তা হলেই সকল দুশ্চিন্তা দূরে পালিয়ে যাবে।"

৮। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটে—শ, ষ, স।

৯। সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নেই। সকলেরই সহ্যগুণ থাকা চাই। যেমন কামারবাড়ীর নাইয়ের ওপর কত জোর করে বড় বড় হাতুড়ি পেটে তথাপি কিছুমাত্র বিচলিত

হয় না ; সেইরূপ কূটস্থবৎ বুদ্ধি থাকা চাই, যে যাই বলুক ও যে যাই করুক না কেন, সমুদয় সহ্য করে লবে।

১০। মাছ যত দূরে থাক্ না, ভাল ভাল চার ফেল্‌বামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদয় হন।

১১। এক রকম বাদ্‌লেপোকা আছে, তারা আলো দেখলে ছুটে যায়, তারা তাতে প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না ; তেমনি যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধন ভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর বদ্ধ হয় না।

১২। পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়? মহাদেব বললেন, বিশ্বাসই এর খেই। গুরুবাক্যে অচল ও অটল বিশ্বাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না।

১৩। এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ কর্‌তে না পারে তার জন্মধারণ করাই বৃথা।

১৪। মন কেমন জান? যেমন স্প্রিংএর গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ

কর্‌বামাত্র যে-কে সেই—আপনার পূর্ব্ব ভাব ধারণ করে।

১৫। নামেতে রুচি ও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

১৬। সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবান্ লাভ হয়। একটি লোকের একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি সাধুকে বিনীতভাবে উপদেশ জিজ্ঞাসা কর্‌লে। সাধুটি বল্‌লেন, "ভগবান্‌কে প্রাণ মন দিয়ে ভালবাস।" লোকটি বল্‌লেন, ভগবানকে কখনও দেখি নি,

তাঁর বিষয় কিছুই জানি নি, কি করে তাঁকে ভালবাস্‌ব ?” সাধুটি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “তুমি কাকে ভালবাস ?” লোকটি বল্‌লেন, “আমার কেউ নেই। শুধু একটা মেড়া আছে, ঐটিকেই ভালবাসি।” সাধুটি বল্‌লেন, “তবে ঐ মেড়ার ভেতরে নারায়ণ আছেন জেনে ঐটি-কেই প্রাণ মন দিয়ে সেবা কর্‌বে ও ভাল-বাস্‌বে। এই বলেই সাধুটি চলে গেলেন। লোকটিও ঐ মেড়ার ভেতরে নারায়ণ আছেন বিশ্বাস করে তার প্রাণপণ সেবা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সাধুটি বহুদিন পরে সে রাস্তায় ফিরে যাবার সময় লোকটার সন্ধান করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “এখন কেমন আছ ?” লোকটি প্রণাম করে বল্‌লে, “গুরো, আপনার কৃপায়

বেশ আছি ; আপনি যেমন বলেছিলেন, সেইরূপ ভাবনা করে আমার খুব উপকার হয়েছে ; মেড়ার ভেতরে মধ্যে মধ্যে এক অপরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই—তাঁর চার হাত—তাঁকে দর্শন করে আমি বেশ পরমানন্দেই আছি।”

১৭। সাধুসঙ্গ কেমন জান ?—যেমন চাল-ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে, তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায়, তা হলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসারমদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের নেশা কাট্‌বার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

১৮। ঠাকুর সাপ এবং সাধুর কথা বল্‌তেন। সাপ যেমন নিজে গর্ত্ত না করে ইঁদুরের গর্ত্তে বাস করে, সাধুও তেমনি নিজের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করে

না, আবশ্যক হলে অন্য লোকের বাড়ীতে বাস করে থাকে।

১৯। যেমন উকিল দেখ্‌লে মামলা ও কাছারির কথা মনে আসে, আর ডাক্তার কবিরাজ দেখ্‌লে রোগ ও ঔষধের কথা মনে পড়ে, তেমনি সাধু ও ভক্ত দেখ্‌লে ভগবানের ভাব উদ্দীপন হয়।

সাধনে অধ্যবসায়

১। রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে; তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন করে ঈশ্বর দর্শন হল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য্য

ধরে সাধন কর্‌তে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার ওপর হবে।

২। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ করে জলের ওপর ভাসে, কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়্‌লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর ওপরে আসে না। তত্ত্বপিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরু-মন্ত্ররূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে সাধনের অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

৩। যেমন কোন ধনী লোকের কাছে যেতে হলে সেপাই শান্ত্রীর অনেক খোসামোদ কর্‌তে হয়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে

অনেক সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ আদি নানা উপায়ের দ্বারা যেতে হয়।

৪। এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ এনে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। এক দিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আন্‌ছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বল্‌লে, "বাপু, এগিয়ে যাও।" পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখতে পেলে; সেদিন যতদূর পার্‌লে, কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পয়সা পেলে। পরদিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগ্‌ল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন; ভাল, আজ

আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দনকাঠের বন দেখ্‌তে পেলে। সে সেই চন্দনকাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে কর্‌লে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখ্‌তে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল—ক্রমে ক্রমে রূপা, সোনা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়্‌ল। ধর্ম্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে আহ্লাদে মনে করো না যে, আমার সব হয়ে গেছে।

৫। যে মাছ ধর্‌তে ভালবাসে, সে যদি শোনে যে অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, সে কি করে? যারা সেই পুকুরে মাছ ধরেছে, সে যদি তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়—সত্যি সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কি না, যদি থাকে তবে কিসের চার ফেল্‌তে হয়, কি টোপ খায়,—এ সব বিষয় ভাল করে জেনে নিয়ে যদি তাকে মাছ ধর্‌তে যেতে হয়, তা হলে তার মাছ ত একেবারেই ধরা হয় না। সেখানে গিয়ে ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাক্‌তে হয়, তার পর সে মাছের ঘাই ও ফুট দেখ্‌তে পায় এবং তারপর সে মাছ ধর্‌তে পারে। ধর্ম্মরাজ্যেরও সেইরূপ; সাধক ও মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে,

ভক্তি-চার ছড়িয়ে ধৈর্য্যরূপ ছিপ ফেলে বসে থাক্‌তে হয়।

৬। একটি লোক পরমহংসদেবের নিকট এসে বল্‌লে, "মহাশয়, অনেক দিন সাধন ভজন কর্‌লুম্‌, কিছুই ত বুঝ্‌তে সুঝ্‌তে পার্‌লুম না, আমাদের সাধন ভজন করা মিছে।" পরম-হংসদেব ঈষৎ হাস্য করে বল্‌লেন, "দেখ, যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না; আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাজে বড় লাভ শুনে কারবার কর্‌তে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়; তেম্‌নি যারা ঠিক্‌ ঠিক্‌ ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন

না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীর্ত্তন করতে ছাড়ে না।

৭। যেমন সাঁতার দিতে হলে আগে অনেক দিন ধরে জলে হাত পা ছুড়তে হয়, একবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে সাঁতার দিতে গেলে অনেকবার উঠতে পড়তে হয়, একবারে হয় না।

ব্যাকুলতা

১। তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে, বিষয়ীর বিষয়েতে, এইরূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান লাভ হয়।

২। মার পাঁচটি ছেলে আছে। তিনি কাকেও খেল্‌না, কাকেও পুতুল, কাকেও বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। তার মধ্যে যে ছেলেটি খেল্‌না ফেলে দিয়ে 'মা কোথা' বলে কাঁদে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেন। হে জীব ! তুমি কাম-কাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছ। এ সব ফেলে দিয়ে যখন ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্‌বে, তখন তিনি এসে তোমায় কোলে করে নেবেন।

৩। বিষয় লাভ হল না, ছেলে হল না বলে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান্ লাভ হল না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হল না বলে এক ফোঁটা চোখের জল কজন লোকে ফেলে ?

৪। ঋষিকৃষ্ণ (যীশুখ্রীষ্ট) একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। একটি ভক্ত এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "প্রভো, কি কর্‌লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে জলের ভেতর নিয়ে ডুবিয়ে রাখলেন। খানিকক্ষণ পরে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার কিরূপ অবস্থা হচ্ছিল?" ভক্তটি উত্তরে বল্‌লেন "প্রাণ যায় যায়,—আটুপাটু কচ্ছিল।" প্রভু যীশু তখন তাকে বল্‌লেন, "যখন তোমার ভগবানের জন্য প্রাণ এমনি আটুপাটু কর্‌বে তখন তাঁর দর্শন লাভ হবে।"

৫। ছেলে যেমন্ পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে, কখনও কাঁদে, কখনও মারে; সেইরূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হত্তে

আপনার জেনে তাঁকে দেখ্‌বার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না।

৬। ভগবান্‌ লাভের জন্য ব্যাকুলতার কথায় পরমহংসদেব বল্‌তেন, "যখন দক্ষিণে-শ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যার আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ত তখন আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে চীৎকার করে বলতুম, "মা, দিন ত গেল, কই, এখনও তোমার দেখা পেলুম না।"

৭। যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা বলে তখনি একটি পুকুর কেটে জল পান কর্‌তে যায়? তেমনি যার ধর্ম্মতৃষ্ণা

পায়নি, সে এ ধর্ম্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম্ম ঠিক নয় এইরূপ বলে গোলমাল করে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাক্‌লে অত বিচার চলে না।

ভক্তি ও ভাব

১। হীরে মতি বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকার পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণে মতি কটা মেলে?

২। সাদা কাঁচের ওপর কোন বস্তুর দাগ পড়ে না, কিন্তু তাতে যদি মশলা মাখান থাকে তবেই দাগ পড়ে, যেমন ফটোগ্রাফ; তেম্‌নি শুদ্ধ মনে যদি ভক্তি-মসলা লাগান থাকে, তা হলে ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ হয়।

কেবলমাত্র শুদ্ধমনে ভক্তি ব্যতীত রূপ দেখা যায় না।

৩। প্রেম কাকে বলে জান? যখন হরি বল্‌তে বল্‌তে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই, এমন যে নিজের দেহ এত প্রিয় জিনিষ, তার ওপর পর্য্যন্ত সংজ্ঞা থাক্‌বে না।

৪। আগে ভাব, তার পর প্রেম, শেষে ভাবসমাধি; যেমন সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে প্রথমে বলে, "নিতাই আমার মাতা হাতী"—"নিতাই আমার মাতা হাতী"; ক্রমে ভাবে মগ্ন হয়ে শুধু বলে 'হাতী, হাতী।" তার পর কেবল "হাতী" এই কথাটি মুখে থাকে। শেষে কেবল "হা" বল্‌তে বল্‌তে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হয়ে যায়। এইরূপে যে ব্যক্তি এতক্ষণ

কীর্ত্তন কচ্ছিল, সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে চুপ হয়ে যায়।

৫। যেমন কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ কর্‌লে ঘর্‌কে তোলপাড় করে ফেলে, সেই রকম ভাবরূপ হস্তী দেহ-ঘরে প্রবেশ কর্‌লে দেহকে তোলপাড় করে ফেলে।

৬। যার ভগবানে ভক্তিলাভ হয়েছে, তার কিরূপ ভাব হয় জান? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন চালাও তেম্‌নি চলি।

৭। ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হলেই বিষয়কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে আসে। তার আর বিষয়কর্ম্ম ভাল লাগে না। যেমন

ওলা মিছ্‌রির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা আর কেউ খেতে চায় না।

৮। সন্ধ্যা আহ্নিক ততদিন দরকার, যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিপ্রেম হয় ও তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে চক্ষে জল পড়ে, আর শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

৯। যাত্রার দলে দেখেছ, যতক্ষণ বাজনা খচ্‌ মচ্‌ কর্‌তে থাকে "কৃষ্ণ এসহে, কৃষ্ণ এস হে" বলে চীৎকার করে গান কর্‌চে, কৃষ্ণের তখনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে সাজ পরে তামাক খাচ্চে, গল্প কর্‌চে। যখন সে সকল থামল, নারদ ঋষি মৃদুস্বরে প্রেমভরে গান ধরলেন, "মরি প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন," তখন কৃষ্ণ আর থাক্‌তে পার্‌লেন না। অমনি

ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি আসরে নেমে পড়্লেন। সাধকের ভেতরও সেইরূপ। যতক্ষণ সাধক "প্রভো এস হে, প্রভো এস হে" বলে চেঁচাচ্চে, ততক্ষণ জেনো, প্রভু সেখানে আসেন নি। প্রভু যখন আস্‌বেন, সাধক তখন ভাবে গদগদ হবেন, আর চেঁচাবেন না। সাধক যখন ভাবে গদগদ হয়ে ডাকে, তখন প্রভু আর দেরী কর্‌তে পারেন না।

১০। অহল্যা বলেছিলেন, "হে রাম! যদি শূকরযোনিতেও জন্ম হয়, সেও স্বীকার কিন্তু যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, আর আমি কিছুই চাই না।"

ধ্যান

১। সত্ত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ জান? তারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তার ভেতর বসে ধ্যান করে। লোকে মনে করে, সে ঘুমুচ্ছে। তাদের বাহ্যিক লোক-দেখান ভাব একেবারে নেই।

২। (সাধকের) ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে একপ্রকার নিদ্রার মতন আসে, তাকে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায়।

৩। ধ্যান এমন করবে যে তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—ডাইলিউট (Dilute) হয়ে যাবে; যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের পায় না। মা কালীর

মন্দিরের নাটমন্দিরে আমি যখন বসে ধ্যান কর্তুম, তখন সেখানকার লোকেরা বল্তো "আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী বসে খেলা করে।"

সাধন ও আহার

১। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস-তুল্য হয়। আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে কিন্তু ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

২। স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী একদিন পরমহংসদেবকে

দর্শন কর্‌তে এসেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তোমরা বেশ আছ, সংসারে থেকে ভগবানেতে মন রেখেছ।" তিনি বল্‌লেন, "কই, আমাদের আর কিছুই হল না; এখনও আমি যার তার এঁটো খেতে পারি না।" ঠাকুর বল্‌লেন, "সে কি গো? যার তার এঁটো খেলেই কি সব হল? কুকুর, শেয়াল সবারই এঁটো খায়, তা বলেই কি তাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে?"

ভগবৎকৃপা

১। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশালাইয়ের কাটি জ্বাল্‌লে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-

জন্মান্তরের পাপও তাঁর এবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

২। মলয়ের হাওয়া লাগলে যে সব গাছের সার আছে, সেই সব গাছে চন্দন হয়, কিন্তু অসার—যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছে কিছু হয় না। ভগবৎ-কৃপা পেলে যাঁদের সার আছে, তাঁরাই মুহূর্ত্তের মধ্যে মহা সাধুভাবে পূর্ণ হন, কিন্তু বিষয়াসক্ত অসার মানুষের সহজে কিছু হয় না।

৩। ছোট ছোট ছেলেরা একলা ঘরের ভেতরে বসে আপন মনে পুতুল খেলায়, কোন ভয় ভাবনা নেই। কিন্তু যেই মা এল, অমনি সকলে পুতুল ফেলে 'মা' 'মা' বলে কাছে দৌড়ে গেল। তোমরাও এখন ধন-মান-যশের

পুতুল লয়ে সংসারে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে খেলা করছ, কোন ভয় ভাবনা নেই। যদি মা আনন্দময়ীকে তোমরা একবার দেখ্‌তে পাও, তা হলে আর তোমাদের ধন-মান-যশ ভাল লাগ্‌বে না, সব ফেলে তাঁর কাছে দৌড়ে যাবে।

৪। কাদা ঘাঁটাই ছেলেদের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু মা বাপ তাদের অপরিষ্কার থাক্‌তে দেন না; সেইরূপ জীব এই মায়ার সংসারে পড়ে যতই মলিন হোক না কেন, ভগবান্ তাদের শুদ্ধ হবার উপায় করে দেন।

সিদ্ধ অবস্থা

১। লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোনা হয়, তাকে মাটীর ভেতর চাপা রাখ আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোনা। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, তাতে তাঁর দোষস্পর্শ হয় না।

২। যেমন লোহার তলোয়ার স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোনার তলোয়ার হয়, আকার প্রকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তাতে আর হিংসার কাজ চলে না; সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ কর্‌লে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কাজ হয় না।

৩। কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—সিদ্ধপুরুষ হলে কিরূপ অবস্থা হয় ?

উত্তরে তিনি বল্‌লেন,—

যেমন আলু বেগুন সিদ্ধ হলে নরম হয়, তেমনি সিদ্ধপুরুষের স্বভাব নরম হয়ে থাকে। তাঁর সব অভিমান চলে যায়।

৪। পরমহংসদেব নিজের শরীরের দিকে দেখিয়ে বল্‌তেন, "এ একটা খোল মাত্র, মা ব্রহ্মময়ী একে আশ্রয় করে খেল্‌ছেন।"

৫। রামপ্রসাদী গান যখনই শোন, তখনই নূতন বলে বোধ হয়। তার কারণ জান ? রামপ্রসাদ যখন গান বাঁধতেন, মা ব্রহ্মময়ী তাঁর হৃদয়মধ্যে বিরাজ কর্‌তেন।

৬। সংসারে অনেক প্রকারে সিদ্ধ অবস্থা লাভ হয়, যেমন,—স্বপ্ন-সিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ।

৭। স্বপ্নেতে কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্র পেয়ে তাই জপ করে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র-সিদ্ধ—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হয়। হঠাৎ-সিদ্ধ—দৈবযোগে কোন মহাপুরুষের কৃপালাভ করে সিদ্ধ হয়, তাকে হঠাৎ-সিদ্ধ বলে। নিত্য-সিদ্ধ—তাদের বালককাল থেকেই ধর্ম্মে মতি থাকে। যেমন লাউ, কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে।

৮। সাঁকোর নীচে জল সহজে বেরিয়ে যায়, জমে না ; তেমনি মুক্তপুরুষদিগের হাতে

যে টাকা পয়সা আসে, তা থাকে না, অমনি খরচ হয়ে যায়। তাঁদের বিষয়-বুদ্ধি একেবারেই নেই।

৯। "ধ্যান-সিদ্ধ যেইজন, মুক্তি তাঁর ঠাঁই।" ধ্যান-সিদ্ধ কাদের বলে জান? যারা ধ্যান কর্‌তে বস্‌লেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।

১০। মুক্তপুরুষ সংসারে কি রকম থাকেন জান? যেমন পানকৌড়ি জলে থাকে, কিন্তু তাদের গায়ে জল লাগে না; যদিও গায়ে একটু জল লাগে, তা হলে একবার গা ঝেড়ে ফেল্‌লেই তখনই সব চলে যায়।

১১। জাহাজ যে দিকে যাক্ না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই

জাহাজের দিক্ ভুল হয় না ; মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হলে আর তার কোন ভয় থাকে না।

১২। চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের ভেতর পড়ে থাক্‌লেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারবা মাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার হাজার কুসঙ্গের মধ্যে পড়ে থাক্‌লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ-কথা হলে তখনি আবার সে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়।

১৩। যে যেরূপ ভাবনা করে থাকে, তার সিদ্ধিও সেই রকমই হয়ে থাকে। যেমন দৃষ্টান্ততে বলে, আর্‌সোলা কাঁচপোকাকে

ভেবে ভেবে কাঁচপোকা হয়ে যায়, তেমনি যে সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করে, সেও আনন্দময় হয়ে যায়।

১৪। মাতালেরা যেমন নেশার ঝোঁকে পরনের কাপড় কখনও মাথায় বাঁধে এবং কখনও বগলে নিয়ে বেড়ায়, তেমনি সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও বাহ্য অবস্থা প্রায় সেই রূপই হয়ে থাকে।

১৫। অহঙ্কার কি রকম জান? যেমন পদ্মের পাঁপ্‌ড়ি ও নার্‌কেল শুপারির বাল্‌তো খসে গেলেও সে স্থানে একটা দাগ থাকে; তেমনি অহঙ্কার গেলেও তাতে একটু দাগের চিহ্ন থাকেই থাকে। তবে সে অহঙ্কারে কারও কিছু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। তার

দ্বারা খাওয়া দাওয়া শোয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম চলে না।

১৬। যেমন আম পাক্‌লে বোঁটা থেকে আপনি খসে পড়ে, তেমনি জ্ঞান লাভ হলে আত্মাভিমান প্রভৃতি আপনি চলে যায়। জোর করে জাতি ত্যাগ করা ঠিক নয়।

১৭। গুণ তিন রকমের—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণের কেউ তাঁর নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। যেমন একজন লোক বনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ধর্‌লে ও তার যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিলে; তার ভেতর একজন ডাকাত বল্‌লে, "এ লোকটাকে রেখে আর কি হবে?"

এই কথা বলেই খাঁড়া উচিয়ে তাকে কাট্‌তে এল। আর একজন ডাকাত এসে বল্‌লে, "না হে, একে কেটো না, কেটে কি হবে? এর হাত পা বেঁধে এখানেই ফেলে রেখে যাও।" পরে সকলে মিলে তার হাত পা বেঁধে সেখানে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বল্‌লে, "আহা, তোমার কত লেগেছে, এস আমি এখন তোমার বন্ধন খুলে দিই।" ডাকাতটি তখন বন্ধন খুলে দিয়ে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।" পরে রাস্তার নিকটবর্ত্তী হয়ে বল্‌লে, "ঐ রাস্তা ধরে চলে গেলে তুমি বাড়ী পৌঁছুবে।" লোকটি তখন তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আপনি

আমার প্রাণ দান কর্‌লেন, আপনি আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসুন।” ডাকাত তখন বল্‌লে, “আমি সেখানে যেতে পার্‌ব না, লোকে টের পাবে, আমি কেবল তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে চল্‌লুম।”

১৮। মুক্তপুরুষ সংসারে কিরূপ অবস্থায় থাকে জান? যেমন ঝড়ের এঁটো পাতা। নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না। বাতাসে তাকে উড়িয়ে যে দিকে নিয়ে যায়, সেই দিকে যায়। কখনও বা আঁস্তাকুড়ে, কখনও বা ভাল জায়গায়।

১৯। পরমহংসদেব বল্‌তেন, “গুরু, কর্ত্তা, বাবা—এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।”

২০। যতদিন শুধু ধান থাকে, পুঁতে দিলেই গাছ হয়। কি সেই ধানকে সিদ্ধ করে পুঁতলে আর গাছ হয় না; তেমনি যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের আর এ সংসারে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হয় না।

২১। পরমহংস অবস্থা কাকে বলে জান? যেমন হাঁসকে দুধে জলে এক সঙ্গে দিলে, দুধ খেয়ে জলটি ফেলে রাখে। তাঁরা তেম্‌নি সংসারে সার যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকে গ্রহণ করেন, আর অসার যে সংসার, তাকে ত্যাগ করেন।

২২। প্রথমতঃ অজ্ঞান, তার পরে জ্ঞান পরিশেষে যখন সচ্চিদানন্দ লাভ হয়, তখন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে চলে যায়। যেমন

গায়ে কাঁটা ফুট্‌লে বাইরে থেকে যত্ন করে আর একটি কাঁটা এনে সেই কাঁটাটিকে তুলে ফেলে, তার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়।

২৩। যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, অর্থাৎ যার ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয়েছে, তার দ্বারা আর কোনরূপ অন্যায় কার্য্য হতে পারে না; যেমন যে নাচতে জানে, তার পা কখনও বেতালে পড়ে না।

২৪। বৃহস্পতির পুত্র কচের সমাধিভঙ্গের পর যখন মন বহির্জগতে নেমে আস্‌ছিল, তখন ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এখন তোমার কিরূপ অনুভূতি হচ্ছে?" তাতে তিনি বলেছিলেন, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং—তিনি ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়

১। যেমন গ্যাসের আলো এক স্থান হতে এসে সহরে নানা স্থানে নানা ভাবে জ্বলছে, তেমনি নানা দেশের নানা জাতের ধার্ম্মিক লোক সেই এক ভগবান হতে আস্‌ছে।

২। ছাতের ওপর উঠ্‌তে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেম্‌নি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটি উপায়।

৩। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাক্‌তে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে দেখা পায়।

৪। কোন ব্যক্তি যেরূপ ভাবে, যে নামে ও যে রূপেই হোক না কেন, সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দজ্ঞানে যদি সাধন ভজন করে, তবে তার ভগবান্ লাভ নিশ্চয়ই হবে।

৫। যত মত, তত পথ। যেমন এই কালী-বাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকোয়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

৬। মার ভালবাসা সব ছেলের প্রতি সমান, কিন্তু কোন ছেলের জন্য লুচি, কারও জন্য খই বাতাসা প্রভৃতি যার যেমন আবশ্যক বোঝেন, সেই রকমেরই ব্যবস্থা করে থাকেন।

সেইরূপ ভগবান্‌ও বিভিন্ন সাধকের শক্তি ও অবস্থানুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা করেন।

৭। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ভগবান্ এক, তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এত বাদবিসম্বাদ দেখা যায় কেন?" উত্তরে পরমহংসদেব বল্‌লেন, "যেমন এই পৃথিবীতে এটা আমার জমি ও এই আমার বাড়ী বলে ঘিরে বসে থাকে, কিন্তু ওপরে সেই এক অনন্ত আকাশ সেখানে যেমন কেউ ঘির্‌তে পারে না তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার আপনার ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বৃথা গোলমাল করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ থাকে না।"

৮। হিন্দুদের মধ্যে যখন নানা মতের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন আমাদের পক্ষে কোন্ মত শ্রেয়? আমরা কোন্ মত গ্রহণ কর্‌ব? পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "ঠাকুর, সচ্চিদানন্দ রূপের খেই কোথায়?" মহাদেব বল্‌লেন, "বিশ্বাস"। মতে কিছু আসে যায় না। যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হন না কেন, বিশ্বাসের সহিত তিনি তারই সাধন করুন।

৯। যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্ম্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন ভজন কর্‌তে থাকে, তাদের ভেতর কোনরূপ দলাদলি থাকে না; যেমন

পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না!

১০। ভগবান্ এক, সাধক ও ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও রুচি অনুসারে তাঁর উপাসনা করে থাকে। যেমন গৃহস্থেরা একটা বড় মাছ বাড়ীতে এলে কেউ ঝোল করে, কেউ ভাজে, কেউ তেল হলুদে চচ্চড়ি করে, কেউ ভাতে দিয়ে, কেউ কেউ বা অম্বল করে খেয়ে থাকে। সেইরূপ যাদের যেমন রুচি, তারা সেই রকম ভাবে ভগবানের সাধন ভজন ও উপাসনা করে থাকে।

১১। যেমন জল এক পদার্থ—দেশ, কাল পাত্র ভেদে তার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। বাঙ্গালা দেশে জল বলে, হিন্দিতে পানি বলে, ইংরাজীতে

ওয়াটার বা একোয়া বলে। পরস্পরের ভাষা না জানা থাক্‌লে কারুর কথা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু জান্‌লে আর ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।

১২। ভগবানের নাম ও চিন্তা যে রকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরীর রুটি সিধে করে খাও বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগ্‌বেই লাগবে।

কর্ম্মফল

১। পাপ আর পারা কেউ হজম কর্‌তে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তা হলে কোন দিন, না কোন দিন গায়ে

ফুটে বেরোবে। পাপ কর্‌লেও তেমনি তার ফল এক দিন না এক দিন নিশ্চয় ভোগ করতে হবে।

২। গুটিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর করে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্ম্মে আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয়, তখন কিন্তু ঘর কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হলে বদ্ধজীব মুক্ত হয়ে যায়।

যুগধর্ম্ম

১। পরমহংসদেব সর্ব্বদা বলতেন,— "হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো, তা হলে সব পাপতাপ চলে যাবে।

যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেম্‌নি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ-গাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।”

২। আগে সাদাসিধে জ্বর হোত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেম্‌নি ডিঃ গুপ্ত ঔষধ। আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা কর্‌ত; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে করলে সব সংসার-ব্যাধি নাশ পায়।

৩। জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে। কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও

যেমন স্নান হয়, আর যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেম্‌নি স্নান হয়—আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়।

৪। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হোক, একবার পড়্‌তে পারলেই অমর হওয়া যায়; কেউ যদি স্তব স্তুতি করে পড়ে, সেও অমর হয়, আর কাউকে যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয়; তেমনি ভগবানের নাম জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হোক, নিলে তার ফল হবেই হবে।

৫। এই কলিযুগে নারদীয় ভক্তিমতই

প্রশস্ত। অন্য অন্য যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল; সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। একে জীবের অল্প পরমায়ু, তাতে মালোয়ারী [ম্যালেরিয়া] রোগে কাবু করে ফেলে, কঠোর তপস্যা কেমন করে করবে?

ধর্ম্মপ্রচার

১। সাধু মহাপুরুষদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, এর কারণ কি?—যেমন বাজীকরের বাজী, তাদের কাছের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোকেরা দেখে অবাক্ হয়ে যায়।

২। বজ্রবাঁটুলের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

৩। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪। আপনাকে মার্‌তে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়; কিন্তু অপরকে মার্‌তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোক-শিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়,

কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটি কথায় বিশ্বাস কর্‌লেই হয়।

৫। ওদেশেতে লোকে যখন ধান মাপে, একজন মাপ্‌তে থাকে আর একজন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে; যেই কম পড়ে আসে, পেছনে যে গাদা করা থাকে, তা থেকে, ঠেলে দিয়ে তার সামনে যুগিয়ে দেয়। তেমনি যারা ঠিক ঠিক সাধু ভক্ত, ঈশ্বরীয় কথা বলা ফুরাতে না ফুরাতে তাদের ভেতর থেকে ভাব যুগিয়ে আসে। তাদের ভাব আর ফুরোয় না।

৬। যেমন একজন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে বসে থাকে, আর পাঁচজনেও এসে বসে পোহায়; তেম্‌নি সাধু সন্ন্যাসীরা

কঠোর তপস্যা করে ভগবান্‌কে জানেন, আর পাঁচজন এসে তাঁদের সঙ্গ করে তাঁদের উপদেশ শুনে ভগবানে চিত্ত স্থির করে।

৭। প্রকৃত প্রচার কি রকম জান? লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজ্‌লে যথেষ্ট প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে যথার্থ প্রচার করে। যে আপনি মুক্ত শত শত লোক কোথা হতে আপনি এসে তার কাছে শিক্ষা লয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠাকুর বলতেন, "ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।"

বিবিধ

১। কলিকাতার কোন বিখ্যাত ধনী ঠাকুরকে দর্শন করতে এসে নানাপ্রকার কূট তর্ক উত্থাপন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। ঠাকুর তাঁকে বল্‌লেন, "বৃথা তর্কে লাভ কি? সরলতার সঙ্গে ভগবানকে ডেকে যাও, তা হলে তোমার নিজের কাজ হবে।" কথাগুলি সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনোমত না হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন, "আপনিই কি সব জান্‌তে পেরেছেন?" ঠাকুর অতি বিনীতভাবে হাত জোড় করে তাঁকে বল্‌লেন, "আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি সত্য। কিন্তু ঝাঁটা নিজে অপবিত্র হলেও যে স্থান ঝাঁট দেয়, সে স্থানকে পবিত্র করে।"

২। বনে ভ্রমণ করতে করতে রাম পম্পা-সরোবরে জল পান করতে নেমেছিলেন, ধারে তীর ধনুক মাটীতে পুতে জলে নেমেছিলেন। উঠে এসে দেখেন, ধনুকে বিদ্ধ হয়ে একটা ব্যাঙ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। রাম মহা দুঃখিত হয়ে তাকে বল্‌লেন, "তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা জান্‌তে পারতাম, তা হলে আর তোমার এ দশা হোত না।" ব্যাঙটা বল্‌লে, "রাম, যখন বিপদে পড়ি, তখন 'রাম রক্ষা কর' বলে ডাকি; এখন রামই যখন মারছেন, তখন আর কাকে ডাকব?"

৩। একটি সাধ্বী ভগবৎপরায়ণা স্ত্রী-লোক সংসারে থেকে পতিপুত্রের সেবা করতেন আর ভগবানের চিন্তা করতেন

একদিন রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর পতি প্রাণত্যাগ করেন। পতির সৎকারাদি শেষ করে তিনি হাতের কাচের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলে সোণার বালা পর্‌লেন। সবাই জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন "আমার স্বামীর দেহ এতদিন এই কাচের চুড়ির মত ক্ষণভঙ্গুর ছিল। তাঁর অনিত্য দেহ চলে গিয়েছে। এখন আর তিনি ক্ষণভঙ্গুর নন, তিনি নিত্য অখণ্ডস্বরূপ। তাই আমি কাচের চুড়ি ছেড়ে পাকা গয়না পরেছি।"

৪। গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধূলোর মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

	সাধারণ মূল্য	উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে
বর্ত্তমান ভারত	।৶০	।/০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	॥০	।৶০
পরিব্রাজক	৸০	॥৶০
ভাব্‌বার কথা	॥০	।৶০
বীরবাণী	।/০	।/০
রাজযোগ	১।০	১৶০
জ্ঞানযোগ	১॥০	১।৶০
কর্ম্মযোগ	৸০	॥৶০
ভক্তিযোগ	৸০	॥৶০
চিকাগো-বক্তৃতা	।৶০	।/০
মদীয় আচার্য্যদেব	।৶০	।/০
ধর্ম্ম-বিজ্ঞান	৸০	॥৶০
ভক্তি-রহস্য	৸০	॥৶০
পওহারী বাবা	৵০	৶১০
ভারতে বিবেকানন্দ	১৸০	১॥৶০

	সাধারণ মূল্য	উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে
স্বামী বিবেকানন্দ		
স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন	॥৶৹	॥৹
পত্রাবলী—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম ভাগ—প্রতিখণ্ড	॥৶৹	॥৹
সন্ন্যাসীর গীতি	৵৹	৵৹
দেববাণী	১৲	৸৶৹
মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ	॥৶৹	॥৹
ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট	৶৹	৵১৹
হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ	৷৶৹	৷৵৹
বিবেক বাণী	৶৹	৶৹
ভারতীয় নারী	৸৹	॥৶৹
স্বামীজির কথা	৸৹	॥৶৹
সরল রাজযোগ	৷৹	৷৹

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

সৎকথা, ১ম এবং ২য় খণ্ড প্রতিখণ্ড ... ॥৶৹

স্বামী তুরীয়ানন্দ

পত্র—১ম এবং ২য় প্রতিখণ্ড ... ৸৶৹

স্বামী নির্লেপানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে ... ৸৶৹

হোমমন্ত্রমালা ... ... ✓৹

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ... ॥৶৹

হাফটোন ও রঙিন ছবি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—বসা, ত্রিবর্ণ, ২০″ × ১৫″ ।৶৹

ঐ বসা, সাধারণ ২০″ × ১৫″ ✓৹

ঐ ত্রিবর্ণ, বাষ্ট, ক্যাবিনেট্‌ ৶৹

ঐ বসা, ক্যাবিনেট্‌ ... ৴৹

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসা, দুই রঙে ছাপা

২০″ × ১৫	...	।০
ঐ বসা, ত্রিবর্ণ ১৫″ × ১০″	...	৶০
ঐ বসা, ক্যাবিনেট্	...	⁄০

স্বামী বিবেকানন্দ—চিকাগোবক্তৃতা কালীন

দাঁড়ান—ত্রিবর্ণ, বড় ৩০″ × ২০″	...	১৲
ঐ " ছোট ১৫″ × ১০″	...	।০
ঐ ধ্যানমূর্ত্তি বড় ২০″ × ১৫″	...	৶০
ঐ ত্রিবর্ণ, বাষ্ট, টেরিকাটা ২০″ × ১৫″		।০
ঐ ক্যাবিনেট্ সাইজ (বহু প্রকার) প্রতিখানা		⁄০

এতদ্ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমাতাঠাকুরাণী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের বড় ও ছোট নানাবিধ ছবি ও ব্রোমাইড ফটো পাওয়া যায়।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে বিস্তারিত তালিকা পাঠান হয়।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।